ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বাংলায় গালি দিচ্ছেন বিদ্যা, কিন্তু কেন?

পৃঃ ৫

দ্রুততম হাজার ছুঁয়ে ব্যাডম্যানের পাশে কামিন্দু

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৭০ ● কলকাতা ● ১৬ আশ্বিন, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ০৩ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

## মহালয়াতেই নেত্রীর কথায় ও সুরে

# পুজোর অ্যালবাম 'অঞ্জলি'

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পিতৃপক্ষের অবসান আর দেবীপক্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে প্রকাশিত হতে চলেছে দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ও সুরে পুজোর গানের অ্যালবাম 'অঞ্জলি' (Anjali)। সোমবার তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, মহালয়ার দুপুরে নজরুল মঞ্চে 'জাগোবাংলা' উৎসব সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গেই উদ্বোধন হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ও সুরে গানের অ্যালবাম 'অঞ্জলি'র। মোট ১০টি গান রয়েছে এই অ্যালবামে। গানগুলি গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন, নচিকেতা চক্রবর্তী, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবুল সুপ্রিয়, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, অদিতি মুন্সি প্রমুখ শিল্পী।

নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্কৃতিচর্চার কথা কারও অজানা নয়। পুজোর আবহে বাঙালির গানের নস্টালজিয়া আজও চিরন্তন। এই দুই মিলে এবার দেবীপক্ষের সূচনায় প্রকাশিত হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়-সুরে বাংলার বিশিষ্ট শিল্পীদের কণ্ঠে গান। সঙ্গীত আয়োজনে দেবজ্যোতি বোস ও কুণাল চক্রবর্তী। বুধবার নজরুল মঞ্চের অনুষ্ঠানে এই অ্যালবাম প্রকাশে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

## রোগী কল্যাণ সমিতিতে ঠাঁই জনপ্রতিনিধিদের,

# কেন সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ডাক্তারি পড়ুয়াদের আন্দোলনের মধ্যেই বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের মাথায় রেখে হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে থাকা রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এবার নতুন রোগী কল্যান সমিতি গঠনের আগে কারা তাতে স্থান পাবেন তা নিয়ে নির্দেশিকা দিল স্বাস্থ্য ভবন। অর্থোপেডিকের বিভাগীয় প্রধান পার্থসারথি সরকার বলেন, "রোগী কল্যাণ সমিতি আদৌ কী রোগীর উপকার করে? এই সমিতি আসলে মেঘনাদ। থ্রেট কালচারের নিয়ন্ত্রকেরা সমিতির সিদ্ধান্ত বলে চাপিয়ে দেন। এই সমিতি গঠন এবং তাতে জনপ্রতিনিধি রাখার তীব্র বিরোধীতা করছি।" অ্যাসোশিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টর্সের তরফে উৎপল বন্দোপাধ্যায় বলেন, "আমরা সতর্ক নজর রাখছি। পুরানো অব্যবস্থ ফেরানোর চেষ্টা হলে আন্দোলন আরও বাড়বে।"

নতুন কমিটিতে থাকছেন জনপ্রতিনিধিরাও।

আগে জন প্রতিনিধিরাই ছিলেন বিভিন্ন রোগী কল্যান সমিতির চেয়ারম্যান। নতুন নির্দেশিকায় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষদের চেয়ারম্যান করা হচ্ছে। এছাড়া সিনিয়র রেসিডেন্ট ডক্টর্স, জুনিয়ার ডক্টর্স এবং নার্সদের তরফে

এরপর ৩ পাতায়

## বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদল,

# ইসলামিকদের জন্য কতটা সুবিধার হয়েছে?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সম্প্রতি, বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধে ঘটে যাওয়া যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিচারসভার প্রাক্তন চিফ প্রসিকিউটর তুরিন আফরোজের বাড়িতে বেশ কিছু উঠতি বয়সের তরুণ হামলা চালায়। ছেলেগুলি তাঁর ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে এবং আফরোজের সঙ্গে তর্ক শুরু করে কেন তিনি হিজাব পরেননি। ছেলেগুলি আফরোজের মাথার চুল কেটে দেওয়ার জন্যও উদ্যত হয়। কয়েকদিনের জন্য ওই তরুণেরা আফরোজ ও তাঁর মেয়েকে নিজেদের কব্জায় রাখে। ধারালো পেন্সিল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইসলামের বিষয়ে তাঁকে জ্ঞান দেয় তারা। তাঁর যুবতী মেয়ের শ্লীলতাহানি যাতে ছেলেগুলির হাতে না হয়ে যায় এই নিয়ে আফরোজ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ঢাকার বাড়িতে বসে তিনি জানান- "ভেবেছিলাম আমায় ওরা প্রাণে মেরে দেবে, আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম।" ঢাকার আয়েশা বেগমের পক্ষে যেমন কখনো ভোলা সম্ভব নয় তাঁর স্বামী ফারুক মোল্লার হত্যার দিনের

এরপর ৩ পাতায়

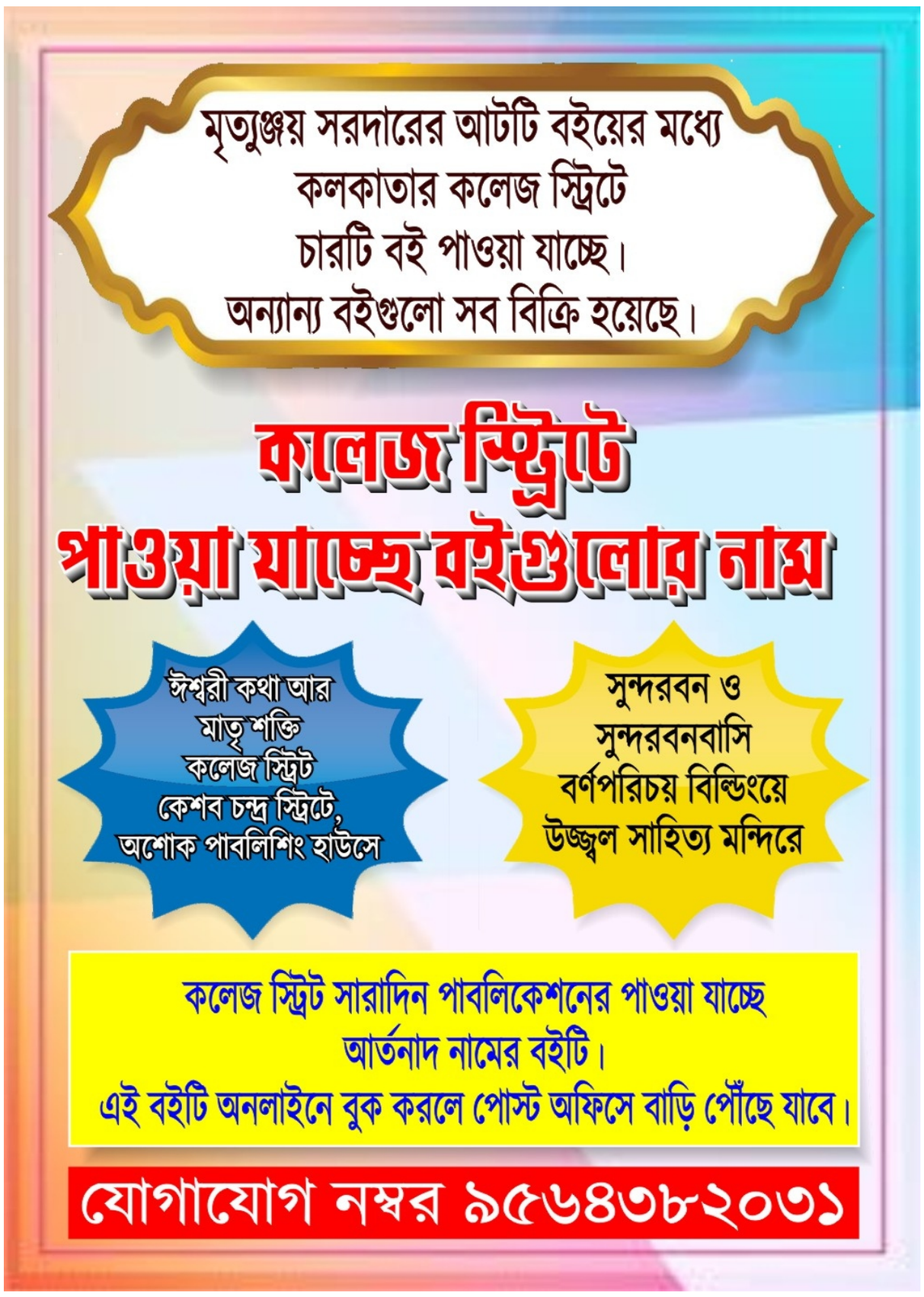

## ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চের উদ্যোগে

# বাবুঘাটে ধনঞ্জয় ,হেঁতাল পারেখ ও নাটা মল্লিকের আত্মার শান্তি কামনায় ঐতিহাসিক তর্পণ ও ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক অনুষ্ঠান

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চের কনভেনর ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর উদ্যোগে মহালয়ার দিন কলকাতার বিখ্যাত গঙ্গার ঘাট বাবুঘাটে একটি ঐতিহাসিক তর্পণ ও ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো । গঙ্গার ঘাটে সকাল ঠিক নয়টার সময় ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, হেঁতাল পারেখ এবং ফাঁসুরে নাটা মল্লিকের আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করে প্রথমে একটি তর্পণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো এবং তারপর বিশ্ব শান্তির কামনায় আয়োজিত হলো একটি সংক্ষিপ্ত আগমনী অনুষ্ঠান । এরপর সকাল , দুপুর ও সন্ধ্যা এই তিনবার গঙ্গার ঘাটে ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন মঞ্চের প্রায় শতাধিক সদস্য । আহ্নিক অনুষ্ঠানের মাঝে সারাদিনব্যাপী চললো আগমনী নাচ, গান এবং মহালয়ার গীতিনাট্য । সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাঁসুরে নাটা মল্লিকের ছেলে তারক মল্লিক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা । চন্দ্রচূড় বাবু সহ মঞ্চের সদস্যদের বক্তব্য সম্ভবত আসল অপরাধীকে আড়াল করতে রাষ্ট্র শক্তি একজন হতদরিদ্র পুরোহিত ঘরের সন্তান ধনঞ্জয়কে চোদ্দ বছর জেল খাটার পরও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে । আমরা জানি সুপ্রিম কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করা যায়না কিন্তু মানুষের বিশ্বাস এবং গবেষণার নির্যাস বলছে এই মামলার পুনর্বিচার হলে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর এত বছর পরেও উনি, ওনার পরিবার এবং বাঁকুড়া জেলার ছাতনা অঞ্চলের অধিবাসীরা ধর্ষক পরিচয় থেকে মুক্তি পাবেন । এতে একদিকে যেমন ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের আত্মা শান্তি পাবে সেই রকম আসল অপরাধী চিহ্নিত হলে হেঁতাল দেবীর অতৃপ্ত আত্মাও শান্তি পাবেন । শান্তি পাবেন ফাঁসুরে নাটা মল্লিকের আত্মাও কারণ উনি এমন একজন ব্যক্তিকে অপরাধী জেনে ফাঁসি দিয়েছেন যেখানে আসল অপরাধী হয়তো ধনঞ্জয় ছিলেন না । ফলে সিস্টেম ওনাকে দায়িত্ব পালন করাতে গিয়ে সম্ভবত খুনি বানিয়ে দিয়েছে অথচ এখানে ওনার কোন দোষ নেই । ধনঞ্জয় মামলা আসলে বিচারের নামে প্রহসন হয়েছে কারণ এই কেসে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে । কারো অনুপস্থিতিতে তার বাড়ি থেকে কিছু জিনিস যেমন ঘড়ি, বোতাম এবং গলার চেইন ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে বলে রিপোর্ট দিয়ে কখনোই কাউকে ফাঁসির মত চরমতম শস্তি দেওয়া উচিৎ নয় । যে অভিযুক্ত সে ফেরার হওয়ার পরও বাড়িতে চুরি করা জিনিসগুলো রেখে দিল কখন পুলিশ এসে উদ্ধার করবে এটা হাস্যকর । যারা ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দিয়েছিল তাদের অধিকাংশই পরে স্বীকার করেছে পুলিশ ভয় দেখিয়ে নিজেদের মত করে বয়ান লিখে সই করিয়ে নিয়েছে । কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী যারা হতে পারতেন তাদের আদালতে বয়ান দিতে ডাকাই হয়নি । সেলুলজিকাল টেস্টের অধিকাংশ রিপোর্টই অসমাপ্ত এবং সেখানে লেখা আছে "নো কমেন্টস" । ফরেনসিক ল্যাবে পাওয়া গলার চেইন এক জায়গায় লেখা আঠেরো ইঞ্চি আরেক জায়গায় লেখা বাইশ ইঞ্চি । পুলিশের কুকুরকে যে রক্তমাখা রুমাল এবং কাগজ শোকানো হয়ে ছিল সেগুলি পরে ভিজে অবস্থায় পাওয়া যায় । এই বিষয়ে তদন্তের উপর ভিত্তি করে সত্য ঘটনা অবলম্বনে ধনঞ্জয় নামে যে সিনেমা হয়েছে সেটি দেখলে পরিস্কার বোঝা যায় এটি অনার কিলিং এর কেস হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক । আসলে সোনার দোকানের মালিক পারেখ পরিবারের আর্থিক প্রতিপত্তির কাছে তৎকালিক প্রশাসন বিক্রি হয়ে যায় এবং বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে । ফলে আসল অপরাধীদের আড়াল করতেই ধনঞ্জয়কে খুন করেছিল রাষ্ট্রশক্তি । আমরা ইতিপূর্বেই কেস রিওপেন করার আবেদন যেমন রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের কাছে করেছি সেই রকম আমরা নিজের হাতে এই বিষয়ে ডেপুটেশন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক এবং কারামন্ত্রী শ্রী চন্দ্রনাথ সিনহার কাছে দিয়েছি । আমাদের লক্ষ্য একদিকে যেমন নির্দোষকে প্রকৃত জাস্টিস পাইয়ে দিয়ে তার পরিবার এবং ওই অঞ্চলের মানুষদের কলঙ্ক মোচন করা সেই রকম আমাদের আরো বড় উদ্দ্যেশ্য ভারতবর্ষে একটি ত্রুটিহীন বিচার ব্যবস্থা স্থাপন করা যাতে ভবিষ্যতে আর কাউকে ধনঞ্জয় না হতে হয় । এই লড়াই কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত নয় তাই আমাদের মঞ্চে কোন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিত্ব ব্রাত্য নয় । বিজয়ার পর থেকে আগামী দিনে আইনজীবী, পুলিশ প্রশাসন, সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সংবাদ মাধ্যমের সদস্যদের সাথে জনসংযোগের পাশাপাশি সর্বোপরি জনতার আদালতে গিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালানোর কথা ঘোষণা করলেন ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চের কনভেনর ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী ।

## কালনাগিনী নদীবক্ষে মহিলাদের

# অভিনব তর্পনে উপচে পড়া ভীড়

**বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন :** ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রনব মন্দিরের পরিচালনায় প্রতি বছর মহালয়ার দিনে মহিলাদের দ্বারা তর্পন অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঢোলাহাটের কালনাগিনী নদীবক্ষে কুমারপুর গুন্ডাকাটা খেয়াঘাটে। এবছরও ভোর থেকেই এই অভিনব তর্পনে আশে পাশে গ্রামের মায়েরা অংশগ্রহণ করেন। স্বামী কুমার প্রধান স্বামী প্রনবানন্দ মাতৃ সুরক্ষা মঞ্চের পরিকল্পনায় মায়েরা সমূহ রীতি নীতি মেনে তাদের পূর্ব পুরুষের আত্মার শান্তি কামনার সাথে সমাজের শান্তি কামনা করেন তর্পনের মাধ্যমে । তর্পনের আগে তারা ঐ গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গুন্ডাকাটার শিবকুন্ড প্রদক্ষিণ করেন । এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় প্রাক্তন শিক্ষক অজয় কুমার প্রধান স্বামী প্রনবানন্দজী মহারাজের ১২৯তম শুভাবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে ১২৯জন মায়েদের হাতে আলতা, সিঁদুর তুলে দেন। মায়েরা মাতৃ জাগরনের জন্য অকাল বোধন সাজে দেবী শক্তির মহিমা প্রকাশ করেন। তর্পন শেষে সবার জন্য খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয় সঙ্ঘের পক্ষ থেকে।

## মালদা ডিস্ট্রিক্ট গঙ্গা কমিটির উদ্যোগে

# কালিয়াচক-ষষ ব্লকে "স্বচ্ছতা হি সেবা" প্রোগ্রাম

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সারা দেশের সাথে রাজ্যের সমস্ত অংশে চলছে "স্বচ্ছতা হি সেবা" কর্মসূচি। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের নির্দেশিকায় ও মালদা জেলা গঙ্গা কমিটির ব্যবস্থাপনায় কালিয়াচক-৩ ও ব্লক প্রশাসনের সহায়তায় নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে পালিত হল "স্বচ্ছতা ই সেবা" কর্মসূচি।

"স্বভাব স্বচ্ছতা - সংস্কার স্বচ্ছতা" থিমের অধীনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের উপর জোরদার জোর দিয়ে স্বচ্ছতা ই সেবা ক্যাম্পেইন ২০২৪ শুরু হয়েছিল ১৫ ই সেপ্টেম্বর। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াচক -২ ব্লকের বিডিও বিপ্রতিম বসাক, জেলা প্রকল্প আধিকারিক সুব্রত দাস, নয়া গ্রাম হাই স্কুলের শিক্ষক, ও পরিবেশপ্রেণী ব্যক্তিগণ।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন ও স্বচ্ছতা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার নয়াবাজার হাই স্কুলের স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষক শিক্ষিকাগণ বিদ্যালয় ও সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গার সাফাই অভিযান করেন। বন্যার জলে উদ্ভুত নোংরা, আবর্জনা র স্তুপ সহ বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তাঘাট পরিষ্কার করেন তারা। ছাত্রছাত্রীরা নাচ ,গান, কবিতা, আবৃত্তি,অঙ্কন,কুইচ এর নানা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।এই স্বচ্ছতা অভিযানকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ে ব্যাপক সাড়া পড়ে। বিডিও বলেন - স্বচ্ছতা অভিযানের মাধ্যমে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ যেমন করতে হবে তেমনি পরিবেশকে ও প্রকৃতিকে নির্মল রাখতে হবে। ব্যাপক সংখ্যায় গাছ লাগানো না হলে প্রকৃতির রোষ থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। পাশাপাশি গঙ্গা পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। নদীতে পশু আবর্জনা প্লাস্টিক না ফেলার জন্য জনসাধারণকে সতর্ক করেন। জল অপচয় বন্ধ ও জল দূষণ হয় এমন কোনো রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার না করা।

সকলে যদি নিজ নিজ এলাকা, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান, পর্যটন কেন্দ্র,নদী ঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারেন তাহলে বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধি সহজে ছড়াতে পারেনা, এবং অনেক রোগ থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে।

## মহালয়ার সকালে পথ দুর্ঘটনায়

# নিহত এক ছাত্র বিক্ষোভ স্থানীয়দের

**বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন :** মহালয়ার দিন সকালে বাঁশদ্রোণীতে কোচিং সেন্টারে যাওয়ার পথে জেসিবির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পড়ুয়ার। দিনেশ নগরের ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই ছাত্রের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরেই স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখায় এবং অবরোধ করেম। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দুর্ঘটনাস্থলে কয়েক দিন ধরে রাস্তা ছাড়াই এর কাজ চলছিল। এই অবস্থায় দ্রুত গতিতে যাওয়ার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জেসিবি ধাক্কা মারি ছাত্রকে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা ওই জেসিবি গাড়িটি ভাঙচুর করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্টা করে। সৌম্য শীল নামে ওই ছাত্র মহালয়ার দিন সকালে টিউশন পড়তে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার সময় জেসিপি রাস্তা দিয়ে যাওয়ায় সে রাস্তার ধারে একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎই জেসিবি ধাক্কায় রক্তাক্ত হয়ে পরে ছাত্রটি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা খারাপ থাকায় সেটা সারানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছিল না। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসতে দেরি করেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।

## মহালয়াতে গঙ্গার ঘাটে চলছে

# উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পিতৃপক্ষের অবসানে শুরু হতে চলেছে দেবী পক্ষ। গঙ্গার ঘাট গুলিতে চলছে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ। কিন্তু চলতি বছরের মহালয়াতে গঙ্গার ঘাটে এক ভিন্ন চিত্র দেখা যায় । আরজিকর হাসপাতালে নির্যাতিতার বিচার চাই এই স্লোগানই গঙ্গার ঘাটে শোনা গেছে। এদিন গঙ্গার ঘাট গুলিতে অভয়ার বিচারের দাবিতে উই নিড জাস্টিস এই স্লোগান শুনতে পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায়ও, আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় এক মহা মিছিল হয়েছে। এই মিছিলে হাজার হাজার মানুষ পা মিলিয়ে ছিলেন। আর জি কর কাণ্ডের শাস্তির দাবিতে মুখিয়ে রয়েছে অভয়ার পরিবার। পরিবারের দাবি এবার অসুর নিধন হবেই। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীভূমি পুজোর উদ্বোধন করেছেন। উৎসবের ফেরার বার্তা মুখ্যমন্ত্রী দিলেও উৎসবের দিনে প্রতিবাদ যেন থমকে না থাকে রাজ্যের একাংশ মানুষ তাই চাইছেন।

নেকড়ে আতঙ্কের মধ্যেই

# চিতাবাঘের হানা! উত্তরপ্রদেশে মৃত্যু প্রৌঢ় কৃষকের

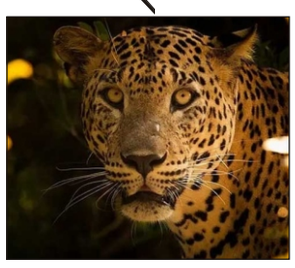

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** নেকড়ে আতঙ্কে জেরবার ভারতের উত্তরপ্রদেশ। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই চলছে নেকড়ের হামলা। এর মধ্যেই এবার চিতাবাঘের হানায় প্রাণ গেল এক ৫০ বছরের কৃষকের। উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণ খেরির ভাদাইয়া গ্রামে ঘটেছে এই ঘটনা।

ঠিক কী হয়েছিল? জানা যাচ্ছে, প্রভু দয়াল নামের ওই ব্যক্তির উপরে এক আখ খেতে হামলা চালায় চিতাবাঘটি। ওই খেতের একেবারে কাছেই বেলা পাহাড়া অভয়ারণ্য। প্রায়ই বন্য জন্তুরা জঙ্গল থেকে ওখানে চলে আসে বলে জানাচ্ছেন দক্ষিণ খেরির বন কর্মকর্তা সঞ্জয় বিসওয়াল।

প্রাথমিক ভাবে গ্রামবাসীদের ধারণা ছিল এটা বাঘের হামলার ঘটনা। কিন্তু থাবার ছাপ দেখে বন বিভাগ জানায় চিতাবাঘের হানায় মৃত্যু হয়েছে হতভাগ্য কৃষকের। এলাকায় বন বিভাগের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। গ্রামবাসীকে অনুরোধ করা হয়েছে যে সব এলাকায় বন্য প্রাণী দেখা গিয়েছে সেগুলি আপাতত এড়িয়ে চলতে। এর আগে গত ২৭ আগস্ট ও ১১ সেপ্টেম্বর এই গ্রামের দুজনের মৃত্যু হয়েছে বাঘের হানায়। সেই হিসেবে মাসখানেকের মধ্যেই বন্য জন্তুর হানায় গ্রামের তিনজনের মৃত্যু হল। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ।

গত ২ মাস ধরে উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচ জেলার অন্তত ৩৫ গ্রামে ত্রাস হয়ে উঠেছে নরখাদক নেকড়ের দল। রাতের অন্ধকারে নরখাদকের হামলায় ইতিমধ্যেই প্রাণ গিয়েছে ১০ জনের। যার মধ্যে ৯ জনই শিশু। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও ৩৬ জন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে সরকারের তরফে নেকড়ে দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়। লাঠি হাতে পাহারায় নামেন এলাকাবাসী। সেই আতঙ্কের মধ্যেই এবার বাঘ ও চিতাবাঘের হানায় মৃত্যুর ঘটনাও বন বিভাগকে উদ্বিগ্ন রাখছে।

১-ম পাতার পর

# রোগী কল্যাণ সমিতিতে ঠাঁই জনপ্রতিনিধিদের, কেন সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা

একজন করে প্রতিনিধি থাকছেন। দু'জন বিভাগীয় প্রধানকেও জায়গা দেওয়া হচ্ছে সমিতিতে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপারকে সমিতিতে সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। মোট আটজনের এই রোগী কল্যাণ সমিতিতে থাকছেন একজন করে জনপ্রতিনিধিও। নতুন করে এই জনপ্রতিনিধিদের রোগী কল্যাণ সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে সতর্ক আন্দোলনকারী চিকিৎসক পড়ুয়ারা। তাঁদের দাবি, নির্দেশিকা দেখেছি। হাসপাতাল যেহেতু জনগণকে পরিষেবা দেয় তাই তাঁরা থাকুন। কিন্তু, যাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আছে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। জনপ্রতিনিধি যেন মেডিকেল কলেজের পরিচালনা সংক্রান্ত অন্য বিষয়ে ঢুকে না পড়েন তা সুনিশ্চিত করতে হবে। খাতায় কলমে অধ্যক্ষকে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদে রেখে ওই জন প্রতিনিধিরা যদি সব কিছুতে নাক গলান এবং থ্রেট কালচার ফেরানোর চেষ্টা হয় সেক্ষেত্রে আন্দোলন হবে।

## মহালয় শুভক্ষণে ভার্চুয়ালি পুজোর উদ্বোধন শুরু হল

**বেবি চক্রবর্ত্তী: হুগলি: নিউজ সারাদিন :** বুধবার মহালয়ার শুভক্ষণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরেই আজ সন্ধ্যায় কলকাতার বেশ কয়েকটি পুজো কমিটির পাশাপাশি প্রত্যেক জেলা এবং হুগলি জেলার কয়েকটি পুজো মন্ডপে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন। চুঁচুড়া বিধানসভার অন্তর্গত ১০ নম্বর ওয়ার্ড, কারবালা মোড় বিবেকানন্দ রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি দ্বারা পরিচালিত দুর্গাপূজার ভার্চুয়ালি শুভ উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আজকের পবিত্র দিনে মায়ের কাছে সকল মানুষের জন্য মঙ্গল কামনা করলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন মাননীয়া এস.ডি.ও সদর স্মিতা সান্যাল শুক্লা, সম্মানীয়া I.P.S ঈশানী পাল, চুঁচুড়া থানার আই.সি রামেশ্বর ওঝা, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ দত্ত (বটা), ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমী মাঝি (মাম্পি) সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনের সময় ঢাকঢোল এবং শংকর ধ্বনিতে মুখরিত হয় পুরো চুঁচুড়া শহর। এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিল পুজো কমিটির বহু কর্তা এবং সাধারণ মানুষ।

## পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট ১৪টি বন্যাক্লিষ্ট রাজ্যকে ত্রাণ সহায়তা বাবদ

# ৫,৮৫৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

**নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** দেশের ১৪টি বন্যা কবলিত রাজ্যের অনুকূলে ৫,৮৫৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার ত্রাণ সহায়তা মঞ্জুর করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রাজ্যগুলির বিপর্যয় ত্রাণ তহবিল থেকে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত ত্রাণ সহায়তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে ৪৬৮ কোটি, মহারাষ্ট্রকে ১,৪৯২ কোটি, অন্ধ্রপ্রদেশকে ১,০৩৬ কোটি, আসামকে ৭১৬ কোটি, বিহারকে ৬৫৫ কোটি ৬০ লক্ষ, গুজরাটকে ৬০০ কোটি, হিমাচল প্রদেশকে ১৮৯ কোটি ২০ লক্ষ, কেরলকে ১৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ, মণিপুরকে ৫৫ কোটি, মিজোরামকে ২১ কোটি ৬০ লক্ষ, নাগাল্যান্ডকে ১৯ কোটি ২০ লক্ষ, সিকিমকে ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ, তেলেঙ্গানাকে ৪১৬ কোটি ৮০ লক্ষ, এবং ত্রিপুরাকে ২৫ কোটি ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়। অতিভারী বর্ষণ ও বৃষ্টিপাত, ভয়ঙ্কর বন্যা এবং ধ্বসের কারণে এই রাজ্যগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ-র বিশেষ প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার এইভাবে ত্রাণ সহায়তা দিয়ে রাজ্যগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতেই এই ত্রাণ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ-র উদ্যোগে ইতিমধ্যেই এ বছর ১৪,৯৫৮ কোটি টাকারও বেশি দেওয়া হয়েছে ২১টি রাজ্যকে। এর মধ্যে ২১টি রাজ্যকে ৯,০৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয় রাজ্যগুলির বিপর্যয় ত্রাণ তহবিল থেকে, জাতীয় বিপর্যয় ত্রাণ তহবিল থেকে ১৫টি রাজ্যকে ৪,৫২৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় এবং ১১টি রাজ্যকে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে দেওয়া হয় ১,৩৮৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। আর্থিক সহায়তা ছাড়াও সার্বিকভাবে অন্যান্য সমস্ত রকমভাবে রাজ্যগুলিকে সাহায্য ও সহায়তা করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে।

## জাতিসংঘ মহাসচিবের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইসরায়েলের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ইহুদিবাদী ইসরায়েল। ইসরায়েলি ভূখণ্ডে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাকে 'পারসনা নন গ্রাটা' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার 'দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা' জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন গুতেরেস। এ কারণে তাকে ইসরায়েলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। কাটজ জাতিসংঘের প্রধানকে ইসরায়েলবিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদী, ধর্ষক ও খুনিদের সমর্থন দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, আগামী প্রজন্মের জন্য গুতেরেসকে জাতিসংঘের ইতিহাসে একটি কলঙ্ক হিসেবে স্মরণ করা হবে।

গত সপ্তাহে লেবাননে হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এর প্রতিক্রিয়ায় মঙ্গলবার ইসরায়েলে হামলা চালায় লেবাননের হিজবুল্লাহর সমর্থক ইরান। জাতিসংঘ মহাসচিব ইরানের হামলার পরপরই মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত ক্রমবর্ধমান হওয়ার নিন্দা জানিয়ে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান।

## হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য

# স্পর্শকাতর এলাকাগুলি নিরাপত্তা বলায় ঢেকে ফেলা হয়েছে

**বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন :** হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে সব রাজনৈতিক দল প্রচারের ঝড় তুলেছে। আর এরই মাঝে পঞ্চকুল্লার পুলিশ কমিশনার সিবাস কবিরাজ জানিয়েছেন " জেলায় মোট ৪৫৫টি বুথ তৈরি করা হয়েছে। সেগুলোতে নজরদারি চালানোর জন্য ১২টি নজরদারি টিম গঠন করা হয়েছে"।

অন্যদিকে স্বঘোষিত ধর্মগুরু ভোটের মাঝেই প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন। সেখানেও গোটা এলাকায় বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২০টি পেট্রোলিং টিম নজর চালাচ্ছে গোটা এলাকায়।

উল্লেখ্য কালকা বিধানসভা কেন্দ্রের ১২টি এবং পঞ্চকুলা বিধানসভা এলাকায় আটটি ৮টি সারভিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে ২২০০ নিরাপত্তা রক্ষীর মধ্যে কিছু সিআরপিএফ জওয়ানো রয়েছেন। আগামী ৫ই অক্টোবর হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে নিরাপত্তা জোরদার করতে তৎপর হয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

পঞ্চকুলা এবং কালকা বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ৪৫৫ টি বুথ রয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চকুলা স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল এলাকা। তাই সেখানে নিরাপত্তা জোরদার করার ওপর জোর দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। সেখানকার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন পেট্রোলিং টিম লাগাতার নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। এই হেল্প লাইন দুটির নম্বর হলো ১২২ এবং ৭০৮- ৭০৮-১১০০। এই নম্বর দুটিতে ফোন করে দুষ্কৃতিদের গতিবিধির খবর সাধারণ মানুষকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে নিরাপত্তা স্বার্থে তাদের নাম গোপন রাখা হবে।

## স্বচ্ছ ভারত অভিযানের দশম বর্ষপূর্তিতে

# সকলকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

**নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** স্বচ্ছ ভারত অভিযানের দশ বছর পূর্ণ হল। এই ঘটনাকে এক গুরুত্বপূর্ণ সমবেত প্রচেষ্টার স্মারক বলে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতকে একটি পরিচ্ছন্ন এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দেশ রূপে গড়ে তুলতে দেশবাসীর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদও জানিয়েছেন তিনি।

এ সম্পর্কে সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"আজ স্বচ্ছ ভারত অভিযানের দশম বর্ষপূর্তি। ভারতকে এক পরিচ্ছন্ন ও উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দেশ রূপে গড়ে তুলতে এ হল এক সার্বিক তথা সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা। এই আন্দোলনকে সফল করে তুলতে যাঁরা কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সকলকেই জানাই আমার অভিনন্দন!"

## ভারতে স্যামসাংয়ের

# ৬০০ কর্মী আটক

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** মজুরিবৃদ্ধি, কাজের সময় আট ঘণ্টায় বাঁধার দাবিতে আন্দোলন করছেন ভারতে স্যামসাংয়ের কর্মীরা। মঙ্গলবার ৬০০ কর্মীকে আটক করে পুলিশ।

গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে চেন্নাইয়ে স্যামসাংয়ের কারখানার বাইরে আন্দোলন শুরু করেছেন কয়েক হাজার কর্মী। কারখানার বাইরে ত্রিপল টাঙিয়ে দিন-রাত আন্দোলনে চালাচ্ছেন তারা। তাদের দাবি মূলত তিনটি। প্রথমত, সেখানে স্থায়ী ইউনিয়ন তৈরি করতে দিতে হবে। দুই, আট ঘণ্টার শিফট তৈরি করতে হবে। অভিযোগ, এখন তাদের আট ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়। এবং তিন, দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে।

আন্দোলনের নেতৃত্ব সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে এই দাবিগুলি নিয়ে তারা হরতাল শুরু করেছেন। এখনো পর্যন্ত দফায় দফায় তাদের অন্তত ১০ হাজার কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আটক করার পর তাদের ছেড়েও দেয়া হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ৬০০ কর্মীকে আটক করার কারণ, তারা রাস্তা আটকে প্রতিবাদ করছিলেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের চলাচলে অসুবিধা হচ্ছিল। এদিন যাদের আটক করা হয়, পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সংস্থা স্যামসাংয়ের দুইটি বড় কারখানা আছে ভারতে। একটি চেন্নাইয়ে এবং অন্যটি দিল্লির কাছে গুরগাঁওয়ে। চেন্নাইয়ের কর্মীরা প্রতিবাদ শুরু করেছেন। তাদের অভিযোগ, মাসে তাদের গড় আয় ২৫ হাজার টাকা। তারা মাসে গড়ে ৩৬ হাজার টাকা দাবি করছেন।

স্যামসাং কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, চেন্নাইয়ের কর্মীরা এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রোজগার করেন। ফলে এই মুহূর্তে তাদের বেতনবৃদ্ধির দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ কাজ কেড়ে নেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন। তবে সংবাদমাধ্যমকে স্যামসাং কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তারা কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমাধানের পথ খুঁজতে রাজি। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেষপর্যন্ত তা ভেস্তে যায়।

উল্লেখ্য, এই বছরের গোড়ায় দক্ষিণ কোরিয়ায় স্যামসাংয়ের সদর দপ্তরেও ধর্মঘটে বসেছিলেন কর্মীরা। সেখানেও একাধিক দাবি ছিল তাদের।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৭০ সংখ্যা ০৩ অক্টোবর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ১৬ আশ্বিন, ১৪৩১

## কলকাতার দূর্গাপুজো

### উদ্বোধনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

**বেবি চক্রবর্ত্তী, কলকাতা: নিউজ সারাদিন :** এবার কলকাতার পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যোধপুর পার্ক , চেতলা অগ্রণী, সেলিম পুর পল্লীর, বাবুবাগানের দুর্গাপুজো এবং ৯৫ পল্লীর দুর্গাপুজোর শুভ উদ্বোধনে মমতা। বাংলার প্রাণের উৎসব, দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে আকাশে-বাতাসে এখন মা ভুবনমোহিনীর আগমনের স্নিগ্ধ পরশ। মায়ের পুণ্যাশিসে, মানুষের মুখের হাসিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে এই মঙ্গলালোক। এইরকম একটি উৎকৃষ্ট মানের উৎসব সংখ্যার জন্য 'জাগো বাংলা'র টিমের সকলকে, আমার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাশাপাশি সকল পাঠককে শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন "আমার একটি নতুন গানের অ্যালবাম, 'অঞ্জলি' প্রকাশ করলাম, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দুর্গাপুজোতে সকল মানুষ একসঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হোক, বাংলার প্রতিটি মানুষের জীবন ভরে উঠুক সুখ-সমৃদ্ধিতে, উৎসবের দিনগুলি আলোকময় হয়ে উঠুক সকলের - এই প্রার্থনা আমার। বাংলার সকলকে জানাই আমি শারদীয়ার শিউলি শুভেচ্ছা।"

## সম্পাদকীয়

### গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা ও বিশ্বাসের এক নতুন ইতিহাস রচিত হল এবারের নির্বাচনে

জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচন পর্ব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শেষ হল। ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ভোটদাতাদের ধৈর্যের সঙ্গে বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, এবারের নির্বাচনকে ঘিরে নাগরিকদের মধ্যে উৎসবের আবহ ও মেজাজও লক্ষ্য করা গেছে। কারণ তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায়।

এ সম্পর্কে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার বলেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও গভীর ও সুদৃঢ় করে তুলেছে। এ হল এক ঐতিহাসিক ঘটনা যা আগামী বছরগুলিতেও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভোটদাতাদের মনে এক গণতান্ত্রিক মানসিকতা গড়ে তুলবে। এবারের নির্বাচনটি তাই তিনি উৎসর্গ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসীদের উদ্দেশে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাঁদের আস্থা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠাকেও তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের পার্বত্য এলাকাগুলিতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পূর্ণ করার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সকলরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর স্থাপন করা হয় ৪৬৯টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০৬টি এবং তৃতীয় পর্যায়ে ৩৬৩টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়। রাজ্যের প্রত্যন্ত ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলির ভোটাররা যাতে নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করে তুলতেই নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ। দ্বিতীয় পর্যায়ে পুঞ্চে ৫৫টি এবং রাজৌরিতে ৫১টি, অর্থাৎ মোট ১০৬টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়। অন্যদিকে, তৃতীয় পর্যায়ে সাম্বায় ৩৪টি, জম্মুতে ১৫২টি, বারামুলায় ৪০টি, বান্দিপোরায় ৩১টি, কাঠুয়ায় ২৯টি এবং কুপওয়াড়ায় ৭৭টি, অর্থাৎ মোট ৩৬৩টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সীমান্ত এলাকার মানুষ যাতে স্বচ্ছন্দে তাঁদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ভারতের নির্বাচন কমিশন। জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনে এই প্রথমবার বাড়িতে বসেই ভোটদানের সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় কোনো না কোনভাবে দিব্যাঙ্গ বা অসমর্থ ভোটদাতাদের জন্য। ভোটদাতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বয়সে অতি প্রবীণ। শুধু তাই নয়, এই নির্বাচনে সুষ্ঠ ও স্বচ্ছ ভোটদানের জন্য যুক্ত করা হয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাকেও। নির্বাচনের তৃতীয় পর্যায়ে বান্দিপোরায় ৬৪.৮৫, বারামুলায় ৫৫.৭৩, জম্মুতে ৬৬.৭৯, কাঠুয়ায় ৭০.৫৩, কুপওয়াড়ায় ৬২.৭৬, সাম্বায় ৭২.৪১ এবং উধমপুরে ৭২.৯১ শতাংশ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

## সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

তবে ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কামতা রাজ্য ক্রামণ করার সময় ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ এই মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কথিত আছে কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ এই ধ্বংসাবশেষ খুজে পান। তিনিই এই মন্দিরে পূজার পুনর্প্রবর্তন করেন। তবে তাঁর পুত্র নরনারায়ণের রাজত্বকালে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়।

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# আদ্যাশক্তি

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(প্রথম পর্ব)**

আমি জানতাম মাতৃ শক্তি এই পৃথিবীর আদি শক্তির মূল উৎস, এই মাতৃ শক্তিকে বহুভাবে আমরা কল্পনা করে কাল্পনিক রূপ দিয়ে পূজা করেছি। তবে ফিরে পেয়েছি স্বস্তি ও মনোস্থির এবং ভেতর থেকে শক্তি যোগানার এক উৎস। তাই শক্তির উৎস খুলতে গিয়ে খুঁজে পেলাম, মাতৃ শক্তির প্রথম পূজারী কে? রাজা সুরথই পৃথিবীতে প্রথম দেবী দুর্গার পুজো করেন। এই নিয়ে একটি আখ্যান আছে। চন্দ্রবংশীয় সুরথ ছিলেন একজন সুশাসক রাজা। কোনও এক যুদ্ধে শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে বনে চলে যান। তাঁর দুরাবস্থার সুযোগে তাঁরই অমাত্যরা রাজার ধনসম্পদ ও রাজ্য অধিকার করে নেয়। বনে ভ্রমণ করতে করতে রাজা সুরথ তপোবনে এসে মেধা ঋষির আশ্রমে এসে উঠলেন। আশ্রমের জীবন-যাপন অন্য রকম, সেখানে সাংসারিক চিন্তা স্থান পায় না। কিন্তু সেখানেও হৃতরাজ্যের ভালমন্দের চিন্তায় রাজা শঙ্কিত হতে থাকতেন।ওই সময়ে সমাধি নামক এক বৈশ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল রাজার। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জানলেন, অসাধু স্ত্রীপুত্রেরা সেই বৈশ্যের সর্বস্ব অধিকার করে তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। নিজের গৃহ থেকে নিজেরই পরিজনদের দ্বারা প্রতারিত হলেও, ওই বৈশ্যও রাজার মতোই তাঁর পরিবারবর্গের শুভাশুভ আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন! এমন অবস্থায় উভয়ের মনেই প্রশ্ন জাগল, যাঁরা তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে পথের ভিক্ষুক করে তুলছে, তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে উলটে কেন হৃদয়ে অনুকম্পার

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

১ পাতার পর

# বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদল, ইসলামিকদের জন্য কতটা সুবিধার হয়েছে?

কথা। সশস্ত্র দলবল তাদের বাড়িতে জোর করে অনুপ্রবেশ করে। নিজেদের বিএনপি সদস্য বলে পরিচয় দিয়েই, আয়েশাকে তাঁরা ছুরি সমেত আক্রমণ করে। তাঁর স্বামী ফারুক মোল্লাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে তারা। আয়েশা স্মৃতিচারণ করে বলেন, তাঁর ৭ বছরের ছেলেকেও হত্যা করবে বলে ঠিক করেছিল দুষ্কৃতীরা।

আওয়ামী লীগ ফারুক কখনোই প্রত্যক্ষভাবে করতেন না। তাঁর ভাই আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন। পাঁচ ঘন্টা ধরে তান্ডব চালানোর পর সশস্ত্র বাহিনী বেরিয়ে আসে। যাওয়ার আগে বাড়িটিতে দুষ্কৃতীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। আয়েশা জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তিনি এই হত্যার বিচার চান। সরকার পালাবদলের পর প্রতিশোধের পালা দীর্ঘায়িত হয়ে চলেছে। সহজে এই আগুন নিভবে বলে মনে হয় না।বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম প্রধান এই দেশ বর্তমানে এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। পশ্চিমের দেশগুলি এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রকের কর্মকর্তারা বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তিত। তাঁরা আশঙ্কা করছেন চরমপন্থী ইসলামিকদের নিয়ে যারা বিশ্বের অতি সংবেদনশীল অস্থির ভূখন্ডগুলিতে পা রাখার চেষ্টা করছে, যেখানে ইতিমধ্যেই ইসলামিক স্টেটের মতন উগ্রপন্থী সংগঠন নিজেদের জমি করে নিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা ক্রমাগত বেড়ে চলা, ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ এবং লেবানন আক্রমণের হুমকি, পরিস্থিতি এমন এক জায়গায় যেখানে চরমপন্থীদের বিরাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে।১৫ বছরের অবিচ্ছিন্ন শাসন শেষে শেখ হাসিনার অপসারণের পর, মহাম্মদ ইউনূসের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের আবির্ভাব, যা জাতিকে এক নতুন দিশা দেখাবে বলে আশা করেছিল সবাই। প্রসঙ্গত, হিলারি ক্লিনটনের ঘনিষ্ঠ নোবেল বিজয়ী ইউনূস দরিদ্র পরিবারের কথা মাথায় রেখে ক্ষুদ্র ঋণের প্রবতন করেন, যার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারও পান।তবে হাসিনা সরকার রাজত্বকালের পরিসমাপ্তি, অর্ধশতাব্দী আগে ঘটে যাওয়া বাংলাদেশের গণহত্যার স্মৃতি উস্কে দিয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার এই নারকীয় ঘটনার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিতও বটে। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে শেখ হাসিনা বরাবর সমর্থন পেয়েছেন বাংলাদেশে চরমপন্থী ইসলামিদের কঠোর হাতে দমনের জন্য। পাকিস্তানে বরাবর বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী আশ্রয় পেয়ে এসেছে। সেই পাকিস্তানের সাথে হাসিনার দ্বিপাক্ষিক নীতিগুলির মধ্যে বেশ ঠান্ডা যুদ্ধ বজায় থাকত। যেখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শেখ হাসিনা সরকারে আসীন থাকাকালীন ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী বরাবর এক উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে।বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ১০ লক্ষেরও বেশি হিন্দু সংখ্যালঘু মানুষ ভারতে পালিয়ে আসে। শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ গণহত্যায় দায়ী সকল দোষীদের বিচার শুরু করেন। তাঁর পার্টি আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ জামাত-ই-ইসলামী দলেও গণহত্যার সঙ্গে বহু নেতা যুক্ত ছিলেন।কয়েক সপ্তাহ ধরেই, আওয়ামী লীগের সমর্থক ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের পারদ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অধিকাংশই প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য চলছে। দিনকে দিন ঢাকার আইনশৃঙ্খলাও ভেঙে পড়ছে। বিভিন্ন দূতাবাসগুলিতে স্বল্প সংখ্যক কর্মীর মাধ্যমে কাজ চলছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়ভার নিয়েছে কলেজের ছাত্র-যুবরা, থানাগুলিতেও পুলিশকর্মী সংখ্যা নগণ্য। বাংলাদেশের হাজার হাজার হিন্দু সীমান্ত পার করে ভারতে আসার চেষ্টা করেছে। সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠী অধ্যুষিত তিব্বত ও মায়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চল পার করেও বাংলাদেশের অনেক নাগরিক এই দেশে ঢোকার পরিকল্পনা করে বলেও জানা গেছে।সত্যি কথা বলতে, পরবর্তীতে কী ঘটতে চলেছে তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা আছে। বাংলাদেশ সেনা জানিয়েছে তারা দেড় বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন চায়, যদিও পরবর্তী ভোট কবে চলেছে তা এখনও ঠিক হয়নি। বর্তমানে দেশ এক আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একসময় দেশের অর্থনীতি বস্ত্র শিল্পের উপর দাঁড়িয়ে ছিল যা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বলে পরিগণিত হত, তা আজ ধুঁকছে। বাংলাদেশের কাপড় শিল্পকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে গেলে বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রয়োজন, নইলে এই শিল্পের ভবিষ্যত পরবর্তীতে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।চরম টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। কয়েক মাস ধরে চলা কার্ফু এবং রক্তাক্ত প্রতিবাদ বাংলাদেশের বস্ত্র ব্যবসাকে পুরোপুরি অনটনের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। জারা, গ্যাপ এবং এইচ অ্যান্ড এম-এর মতন বহুল ব্যবহৃত ফ্যাশন ব্র্যান্ডও ক্ষতির মুখে। রফতানিকারীরা চলতি বছরে ২০%-এর মতন ব্যবসা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ব্র্যান্ড পরের বছর তাদের উৎপাদন অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও করে ফেলেছে। সাম্প্রদায়িক সংঘাতও বাংলাদেশে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। দশ বছর আগেও, চরমপন্থী ইসলামীরা বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগারদের নৃশংস ভাবে হত্যা করতো। বেশ কয়েকজন ব্লগারের প্রাণ এই জামাতিদের হাতে যায়। ২০১৬ সালে হোলি আর্টিসান কান্ড মনে আছে সকলের। জঙ্গিরা ঢাকার এই পাঁচতারা হোটেলে অতর্কিতে হামলা চালায়। মূলত এই আক্রমণে অমুসলিমদের নিশানা করা হয়। এছাড়াও ১২ জনের মতন বিদেশীকে হত্যা এই জঙ্গিদের দ্বারা সংঘটিত হয়। এই ঘটনার জন্য জামাত-ই-ইসলামীকে দায়ী করা হয় এবং শেখ হাসিনা এই চরমপন্থী মুসলিম সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। সাথে ব্লগার হত্যার নেপথ্যকারীদেরও হাসিনা সরকারের তরফে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।গত ৫ অগাস্ট হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসার পর, অজ্ঞাত পরিচয় কিছু ব্যক্তি হিন্দু মন্দিরগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের বেশ কিছু মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এক চিঠির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে অধ্যাপিকাদের 'ঐতিহ্যবাহী পোশাক' পরার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামাত-ই-ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর, বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি অরফে বিএনপি-র উত্থান ঘটে। হোলি আর্টিসান বেকারিতে হওয়া সন্ত্রাসী হামলা আটকানোরসময় যেইসব পুলিশ অফিসাররা নিহত হন, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বানানো সৌধও কয়েকদিন আগে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তার জায়গা দখল করেছে মৌলবাদী গোষ্ঠীর পোস্টার।

ছাত্রদের লাগাতার প্রতিবাদে, হাসিনা সরকারের গদিচ্যুত হয় এবং তার জায়গায় আসীন হয় মহম্মদ ইউনূসের তত্ত্বাবধানে অন্তর্বর্তী সরকার। কয়েক বছর ধরেই আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশ জুড়ে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল। হাসিনা সরকারের শাসনকালে মহম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ জমা হয়েছিল যার মধ্যে অর্থপাচার এবং দুর্নীতির অভিযোগ অন্যতম। ইউনূসকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেও সেইসময় দণ্ডিত করা হয়। সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর তাঁর উপর থেকে দণ্ডাদেশ উঠে যায়।

ইউনূস, বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিবাদ চলাকালীন যে হিংসা ও রক্তপাত হয়েছে তা নিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি আর কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার বিষয়ে আশাবাদী। বাংলাদেশের যে দোদুল্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি দীর্ঘসময় ধরে চলে আসছে তা নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা বলা চলে খুবই কম। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর বেশ কয়েকবার সামরিক অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মন্ডলীও নির্বাচিত ১৯জনের একটি দল। শিক্ষাবিদ থেকে আন্দোলনের নেতা এবং ছাত্ররা এই টিমের সদস্য। পুরোদস্তুর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এদের সকলেরই কম থাকায়, বাংলাদেশ কতটা ভাল ভাবে এই উপদেষ্টা মন্ডলীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে তা এখন দেখার।শেখ হাসিনার পুত্র সাজিদ ওয়াজেদ ইতিমধ্যেই অন্তর্বর্তী সরকারের বিরোধিতায় সরব হয়ে উঠেছেন। তাঁর মতে, "ইউনূসের হাতে আসলে কোনও ক্ষমতাই নেই। তিনি আরও বলেন, সরকার পতনের পর, ইসলামপন্থী দল ও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির প্রতিবাদ আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে মহম্মদ ইউনূস ক্ষমতায় এসেছেন।

মিলিটারি রক্ষণাবেক্ষণে মহম্মদ ইউনূসকে বর্তমানে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে হাসিনার জায়গা পাওয়ার পরেও ইউনূসকে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য বরাদ্দ গেস্ট হাউজে থাকতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ইউনূস থাকতে পারছেন না কারণ তা প্রতিবাদীদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ। পরিবার ও সহকর্মীদের থেকে বিচ্যুত মহম্মদ ইউনূস সেনাবাহিনীর ঘেরাটোপে বর্তমানে রয়েছেন।

মহাম্মদ ইউনূসের ঘনিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রধান উপদেষ্টা পদে আসীন হওয়া ছাড়া তাঁর কাছে অন্য কোনও কিছু বিকল্প ছিল না। ছাত্রদের তরফ থেকে তাঁর কাছে যখন এই পদের জন্য প্রস্তাব আসে, ততদিনে অজস্র বিক্ষোভকারী পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে।ইউনূসের কাছে দাবিগুলি একের পর এক আসতে থাকায়, তিনি কিছুটা উত্যক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর এই পদের মূল্যায়ন 'প্রত্যাশা ব্যবস্থাপনা' শব্দের মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মানুষের ধৈর্য্য ধরে থাকাটাই কঠিন এক কাজ। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অন্যান্য সব দল জাতীয় নির্বাচন যত তাড়াতড়ি সম্ভব পরিচালনা করানোর জন্য আর্জি রেখেছে। কিন্তু প্রতিবাদী ছাত্রনেতারা নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন করা নিয়ে আগ্রহী নয়। ভোটের আগে মহম্মদ ইউনূস এবং তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ যাতে নির্বাচন কমিশন সংস্কার এবং সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মনোনিবেশ করেন, তার দাবি করেছে তারা। এই অচলাবস্থা কতদিন আর চলবে, তা নিয়ে কেউই নিশ্চিত নয়। মহম্মদ ইউনূস নিজেকে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় দেখতে সম্পূর্ণ নারাজ। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে পরিবর্তন আনতে কম করে একবছর সময় লাগতে পারে, বলে অভিমত ইউনূসের উপদেষ্টা মন্ডলীর।

বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মাসুল গুনতে হয়েছে দেশের জনগণকে। রাষ্ট্রের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং চাকরির অভাব সারা দেশ জুড়ে দেখা দিয়েছে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রগতি চরম জায়গায় নিয়ে গেছিলেন। দেশকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার জন্য ৪৭ বিলিয়ন ডলার বস্ত্র রফতানি শিল্প গড়ে তোলেন। যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অনেক ভাল জায়গায় নিয়ে যায়. সারা বিশ্বের কাছেও হাসিনার এই উদ্যোগ প্রশংসা পায়।হাসিনার সমর্থকদের কাছে এই বছর একদমই শুভ নয়। ১৯৭০ সালে হাসিনার পরিবারকেও সামরিক অভ্যুত্থানের সময় হত্যা করা হয়। সেইসময় হাসিনা বিদেশে থাকায় তাঁর প্রাণ বেঁচে যায়। তিনি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য খালেদা জিয়ার স্বামী জিয়াউর রহমানকে দায়ী করে এসেছেন। কিন্তু জিয়াউর এই দাবি সর্বসমক্ষে বরাবর নস্যাৎ করেছেন।

আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠ বহু নেতা মন্ত্রী, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী এখন বিপদে। বাংলাদেশ বিক্ষোভে যেইসব গণহত্যা হয়েছে, সেগুলির জন্য দলের এইসব ঘনিষ্ঠ সমর্থকদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাসিনার দলের লোকেদের বক্তব্য, যেইসব ছাত্রনেতারা মানবতাদরদী ভূমিকা পালন করছেন, তাঁরা আওয়ামী লীগের নেতাদের বেলায় এত চুপ কেন!! কেনই বা তাদের উপর এখনও অত্যাচার চলছে?

হাসিনা বর্তমানে ভারতে রয়েছেন। বাংলাদেশের হালহকিকত নিয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। দেশ জুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ, অগ্নিসংযোগ ও হিংসা নিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন এবং তদন্তের জন্য দাবি জানিয়েছেন। হিংসার শিকার হয়েছেন বা হচ্ছেন যারা তাঁদের জন্যও সুরক্ষা ও সুবিচারের আশা করেছেন তিনি।

# সিনেমার খবর

cinema TV

## 'ওই মুহূর্তে আমি উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম'

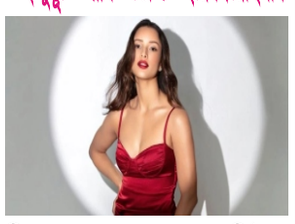

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** গত বছর রণবীর কাপুরের সঙ্গে অ্যানিমেলে অভিনয় করে দর্শকের দরবারে অত্যন্ত পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন বলিউড অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি। সাহসী দৃশ্যে তৃপ্তির অভিনয়ে তৃপ্ত দর্শকরা। রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি 'ইন্ডিয়া টুডে মুম্বাই কনক্লেভ ২০২৪'-এ যোগ দিয়েছিলেন তৃপ্তি। সেখানে তিনি সিনেমাটির বিষয়ে নানা কথা বলেছিলেন। পাশাপাশি তার চরিত্র 'জোয়া'কে নিয়েও তার মত জানিয়েন। তার মতে 'জোয়া' সাহসী এবং নির্দোষ।

আড্ডায় তৃপ্তি বলেন, 'একজন অভিনেত্রী হিসেবে এমন কিছু করা জরুরি, যা আপনাকে ধাক্কা দেয়। যখনই আমি কোনো চরিত্র পাই, তখন যদি আমার মনে হয় যে এটা করতে ভয় লাগছে বা বিষয়টা খুবই চ্যালেঞ্জিং, তখনই সেই কাজের দিকে এগোই। সন্দীপ স্যার যখন আমাকে জোয়া'র চরিত্রটি বুঝিয়ে ছিলেন তখন আমার ঠিক এমনটাই মনে হয়েছিল। এই চরিত্রটা একইসঙ্গে সাহসী এবং নির্দোষ। চরিত্রটার কথা শুনে ওই মুহূর্তে আমি উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি সবসময় এমন চরিত্র খুঁজি, যা আমার করা আগের চরিত্রর থেকে আলাদা, যেখানে আমার নতুন কিছু করার জায়গা থাকে।'

সিনেমাটি নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে নায়িকা বলেন, 'আমি জোয়া'র চরিত্রটিকে ঠিক সেভাবেই দেখতাম।মানুষ হিসেবে, আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন শেড রয়েছে ভালো, খারাপ এবং এমনকি কুৎসিতও। আমি মনে করি যে সিনেমাতে আমাদের সেই দিকগুলোও তুলে ধরা উচিত। অভিনয় আমাদের বিভিন্ন ধরনের আবেগ অনুভব করতে দেয়। তাই আমি অভিনেতাদের ভাগ্যবান বলে মনে করি, কারণ আমরা এক জীবনে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাঁচতে পারি।'

গত বছর সবচেয়ে বেশি আয় করা ভারতীয় সিনেমাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল অ্যানিমেল। সিনেমাটিতে রণবীরের চরিত্র রণবিজয় সিংয়ের জীবনকে তুলে ধরা হয়েছিল, যে তার বাবা বলবীর সিংকে (অনিল কাপুর) হত্যার প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানতে পারে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। সিনেমাটিতে তৃপ্তি দিমরি, রণবীর কাপুর, অনিল কাপুর ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন রাশ্মিকা মান্দানা এবং ববি দেওল। উল্লেখ্য, 'অ্যানিমেল' খ্যাত অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি ২০১৭ সালে অভিনয় জগতে পা রাখেন। পোস্টার বয়েজ, লায়লা মজনু, বুলবুল, কালার মতো বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকপ্রিয়তা পান তিনি। তবে অ্যানিমেল তার ক্যারিয়ার ৩৬০ ডিগ্রি এঙ্গেলে ঘুরিয়ে দিয়েছে। তৃপ্তিকে সর্বশেষ দেখা গেছে ভিকি কৌশলের সঙ্গে 'ব্যাড নিউজ' সিনেমায়। সামনে তাকে রাজকুমার রাওয়ের সঙ্গে 'ভিকি বিদ্যা কা ওহ ওয়ালা ভিডিও' এবং কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে 'ভুল ভুলাইয়া ৩'-এ দেখা যাবে।

## চমক নিয়ে আবারও এক সিনেমাতে সাইফ-কারিনা!

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** আরও একবার একই ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন সাইফ আলি খান এবং কারিনা কাপুর খান। খবর ছড়াতেই বলিউডে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'অ্যানিম্যাল' খ্যাত পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গার নতুন সিনেমাতে এক সঙ্গে অভিনয় করবেন এ তারকা দম্পতি। জানা যায়, ছবিতে মুখ্য চরিত্রে পরিচালক বেছে নিয়েছেন দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাসকে। ছবিতে দুই খলনায়কের চরিত্রের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সাইফ ও কারিনাকে। এ দম্পতিকে পর্দায় জুটি হিসেবেই তুলে ধরতে আগ্রহী পরিচালক। বর্তমানে নতুন ছবি 'স্পিরিট'-এর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন সন্দীপ। প্রভাসের সঙ্গেও এটি প্রথম ছবি হতে চলেছে পরিচালকের। যদিও নির্মাতারা এখনও পর্যন্ত এই ছবি নিয়ে কোনও তথ্য প্রকাশ করেননি। তবে শোনা যাচ্ছে, ছবিটি আগামী বছরই মুক্তি পেতে পারে।

## চাকরি খুঁজছেন অনুপম খের?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন বলিউড তারকা অনুপম খের। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি বায়োডাটা আপলোড করেছেন তিনি। কিন্তু এমন দুরন্ত অভিনেতার চাকরির প্রয়োজন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে অনুরাগীদের মনে। ঘটনা সত্য যে, চাকরি পেতে সামাজিক মাধ্যমে নিজের সিভি দিয়েছেন অনুপম। বিষয়টি খোলাসা করেছেন অভিনেতা নিজেই।

সেই বায়োডাটা আপলোড করে অনুপম লিখেছেন, 'পাঁচ বছর অন্তর আমি আমার বায়োডাটা আপডেট করি! ভাগ্যক্রমে, আমার পেশায় বয়সের কোনো সীমা নেই। আশাকরি আমার বায়োডাটা আপনাদের ভালো লাগবে। জয় হো!'

সেই পোস্টে নেটিজেনদের মন্তব্য ছিল এমন- মহান মানুষ চাকরি খুঁজছেন, এতে সম্মান বেড়ে গেল। খুবই অনুপ্রেরণামূলক।

একই বর্ণনা দেখা গেল তার লিঙ্কডইন আইডিতেও। সেখানে অভিনেতা নিজেকে শিক্ষক, লেখক ও মোটিভেশনাল স্পিকার বলেও অভিহিত করেন।

দীর্ঘ অভিনয় জীবনে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে হাজির হয়েছেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অনুপম খের। পর্দায় চরিত্রটিকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে বরাবরই ব্যতিক্রম লুকে ধরা দেন অভিনেতা।

অভিনয়ের পাশাপাশি ছবি পরিচালনাও করেন অনুপম খের। প্রায় ২০ বছর পর পরিচালনায় ফিরছেন এই অভিনেতা। নি 'তন্বী দ্য গ্রেট'-এর হাত ধরে আবার পরিচালনায় কামব্যাক করছেন। তবে সামনে বড় পর্দায় দেখা দেবেন অনুপম। কঙ্গনা রনৌতের 'ইমার্জেন্সি'-তে ধরা দেবেন তিনি।

## বাংলায় গালি দিচ্ছেন বিদ্যা, কিন্তু কেন?

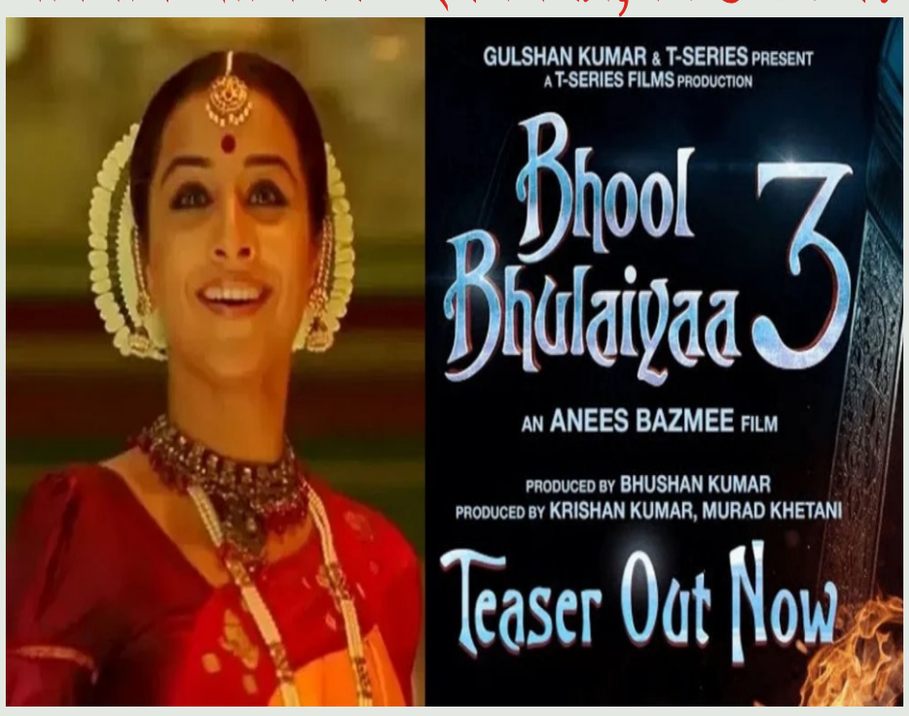


**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** প্রকাশ্যে এল বলিউডের 'ভুল ভুলাইয়া থ্রি'-র ট্রেলার। তবে এই ছবিতে এবার চমক অভিনেত্রী বিদ্যা বালানকে নিয়ে। সেখানে 'মঞ্জুলিকা' অবতারে লড়াই করবেন তিনি।

২৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্যে এলো 'ভুল ভুলাইয়া থ্রি'-র ট্রেলার। ১ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের সেই ট্রেলারে খুব নিখুঁতভাবে হরর ও কমেডিকে একসঙ্গে ধরেছে। সেখানে দেখা গেল বিদ্যা বালানের ঝলক। দেখা যাচ্ছে, নিজের অন্ধকূপ ভেঙে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ক্ষিপ্ত মঞ্জুলিকা। আর মঞ্জুলিকা তাতে সফলও হচ্ছেন। কারণ আর একটি দৃশ্যে রুহ বাবার মুখোমুখি হতে দেখা গেছে তাকে।

এ সময় মঞ্জুলিকার চরিত্রে থাকা বিদ্যা বালানের গালিগালাজ শোনা যায়। তার মুখে শোনা গেল 'শাকচুন্নি'! এরপরই শোনা যেতে থাকে কার্তিক আরিয়ানের গলা। উনি বলে ওঠেন, 'কী ভাবছেন গল্প শেষ হয়ে গেছে? দরজা তো বন্ধ হয়েই যায় খোলা জন্য।' অর্থাৎ আবার 'ভুল ভুলাইয়া থ্রি' এর দরজা খুলবে। আর মঞ্জুলিকা তার খেল দেখাবে। সঙ্গে প্রথম ঝলকে ধরা পড়ল কার্তিক এবং তৃপ্তির হালকা রোমান্সের দৃশ্য। বাদ গেল না বিদ্যার ভৌতিক চাহুনি এবং হাসি।

তবে শোনা যাচ্ছে, মাধুরী দীক্ষিতও থাকবেন এই ছবিতে। তবে ক্যামিও চরিত্রে। কিন্তু সেটার কোনো প্রমাণ টিজারে মিলল না। হয়ত সেই চমক সোজাসুজি হলেই পাওয়া যাবে। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন আনিস বাজমি।

২০০৭ সালে মুক্তি পায় এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ছবি 'ভুল ভুলাইয়া'। যেখানেও অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। সঙ্গে ছিলেন অক্ষয় কুমার। মাঝে মুক্তি পেয়েছে ভুল ভুলাইয়া-টু। এবার আসন্ন দীপাবলিতে আসছে 'ভুল ভুলাইয়া থ্রি'।

## অভিষেক-ঐশ্বরিয়া দাম্পত্যে ফাটল, ইঙ্গিত দিলেন ভাগ্নি নব্যা

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** বলিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যায় বচ্চন সংসারের অশান্তি নিয়ে আলোচনা। গত বছরের শেষ থেকেই বচ্চনদের অন্দরমহল নিয়ে মুখর ছিল নেটপাড়া। নতুন বছরের শুরুতেই বিরাট চমক দিয়েছিলেন বচ্চন দম্পতি। সপরিবার দোল উদ্‌যাপন করেছিলেন তারা। এ ছাড়া, মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে স্বামী ও শ্বশুরের সঙ্গে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাইকে। তারপর মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে দুবাই ভ্রমণে গিয়েছিলেন জুনিয়র বচ্চন। ফিরে এসেই বাবা-মায়ের বাড়ির কাছে একটি ফ্ল্যাট কেনেন অভিনেতা। তবে এবার জোর জল্পনা ভাগ্নি নব্যা নভেলি নন্দাকে নিয়ে। আলিয়া ভট্টের সঙ্গে মামি ঐশ্বরিয়ান ছবি দেখলেন। তবে প্রশংসা করলেই শুধু আলিয়ার। আর তাতেই ভক্ত-অনুরাগীরা ধরেই নিলেন অভিষেক-ঐশ্বরিয়া দাম্পত্যে ফাটল স্পষ্ট।

প্যারিস ফ্যাশন উইকে গিয়ে নজর কাড়েন অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ মুহূর্তে দুই বলি নায়িকার ছবি ভাইরাল। কখনো দেখা যাচ্ছে, তারা মার্জারসরণি ধরে হাঁটছেন, কখনো আবার দেখা গেছে, ব্যস্ত প্রসাধনীতে। একই সাজঘরে দেখা গেছে ঐশ্বরিয়া ও আলিয়া ভাটকে। সেসব ছবিও সামাজিকমাধ্যমে শেয়ার করেছেন আলিয়া ভাট। আর তাতেই সম্পর্কে কাকিমা আলিয়া ভাটের ছবিতে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অভিষেক বচ্চনের ভাগ্নি নব্যা। পাশাপাশি মন্তব্যও করেছেন তিনি। কিন্তু মামি ঐশ্বরিয়া বচ্চনকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি নব্যা। মা বচ্চন বাড়ির মেয়ে। সেই সূত্রে ঐশ্বরিয়া নব্যার মামি।

অন্যদিকে বাবা নিখিল নন্দার মা কাপুর পরিবারের মেয়ে। সেই সূত্রে রণবীর কাপুর ও নব্যার বাবা তুতো ভাই। তাই সম্পর্কে নব্যার কাকিমা হন আলিয়া। এবার নব্যার মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে জল্পনা। নেটিজেনরা ক্ষুব্ধ শ্বেতার মেয়ের ওপর। কেউ লিখেছেন, একটু মামির প্রশংসাও করতে পারতে। কেউ আবার লিখেছেন, মামির দিকে একটু নজর দিন। যদিও প্যারিস ফ্যাশন উইকের পর্ব মিটিয়ে ইতোমধ্যে দেশে ফিরেছেন ঐশ্বরিয়া।

## ফিরেই উজ্জ্বল

# রোনালদো,নাসেরের জয়

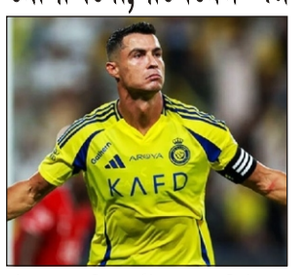

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** হঠাৎ ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছু লীগ ম্যাচ মাঠের বাইরে ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। সেরে উঠে আজ ফিরলেন আল ওয়েহদার বিপক্ষে।মাঠে ছিলেন উজ্জ্বল, পেয়েছেন গোলের দেখাও।তার দলও পেয়েছে জয়।

সউদী প্রো লিগে ঘরের মাঠে আজ আল ওয়েহদাকে ২-০ ব্যবধানে হারায় আল নাসর। আনহেলো গাব্রিয়েল প্রথমার্ধে ক্লাবটিকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

নিজেদের মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে আল নাসর। বেশ কয়েকটি ভালো সুযোগও পায় তারা

নিজেদের মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে নাসের। বেশ কয়েকটি ভালো সুযোগও পায় তারা। ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত ক্লাবটি। তবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দারুণ আক্রমণ শানালেও ডি বক্সে খেই হারান। ৪১তম মিনিটে ডেডলক ভাঙেন গাব্রিয়েল। সতীর্থের ক্রস থেকে আসা বল ডান পায়ের জোরাল শটে জাল খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড। বিরতির পর গোল পান রোনালদো। ৫৬তম মিনিটে বক্সে আল নাসরের আল ঘান্নাম ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। ভিএআর চেক করে নিজের সিদ্ধান্তেই অনড় থাকেন তিনি। সফল স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পর্তুগিজ তারকা। এরপর আরও কিছু সুযোগ পায় তারা। তবে গোল করা হয়নি আর। শেষদিকে আল নাসরের আল খাইবারিকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন সফরকারী দলের ওয়ালিদ। তবে ১০ জনের দলে পরিণত হলেও আল নাসের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি আর। ৫ ম্যাচে ৩ জয় ও ২ ড্রয়ে ১১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে উঠে এসেছে আল নাসর। এক ম্যাচ কম খেলা আল হিলাল ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে।

# দ্রুততম হাজার ছুঁয়ে ব্যাডম্যানের পাশে কামিন্দু

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে বোলার রাচিন রাভিন্দ্রার মাথার ওপর দিয়ে ছক্কায় ওড়ালেন কামিন্দু মেন্ডিস। শ্রীলঙ্কার বাঁহাতি ব্যাটসম্যান স্পর্শ করলেন দারুণ এক মাইলফলক। টেস্ট ক্রিকেটে স্বপ্নময় পথচলায় এক হাজার রান হয়ে গেল তার স্রফে ১৩ ইনিংসেই। দ্বিতীয় দ্রুততম হাজার ছুঁয়ে তিনি বসলেন স্যার ডন ব্যাডম্যান পাশে। কামিন্দুর ওই ছক্কার পরই গলে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে দেয় শ্রীলঙ্কা। ৫ উইকেটে তারা করে ৬০২ রান। কামিন্দু অপরাজিত রয়ে যান ক্যারিয়ার সেরা ১৮২ রানে। ২৫০ বলের ইনিংসটি গড়া ১৬ চার ও ৪ ছক্কায়। এই ইনিংসের পথে দুটি রেকর্ডের তালিকায় কিংবদন্তি ব্যাডম্যানের পাশে জুড়ে গেছে কামিন্দুর নাম।

ম্যাচের প্রথম দিন পঞ্চাশ ছুঁয়েই তিনি গড়ে ফেলেন অনন্য এক কীর্তি। ১৪৭ বছরের টেস্ট ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যাটসম্যান, ক্যারিয়ারের প্রথম আট ম্যাচের প্রতিটিতে যিনি পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংস খেলেছেন। ওয়ানডে ঘরানার ব্যাটিংয়ে প্রথম দিন শেষে অপরাজিত ছিলেন ৫১ রানে। গতকাল দ্বিতীয় দিনে সেটিকে সেঞ্চুরিতে পরিণত করেন ১৪৭ বলে। ১৩ ইনিংসে তার সেঞ্চুরি হয়ে গেল ৫টি। তার চেয়ে কম ইনিংসে ৫টি সেঞ্চুরি করতে পেরেছেন কেবল তিন জন ব্যাটসম্যান।

এখানে সবার ওপরে আছেন স্যার এভারটন উইকস, লেগেছিল স্রফে ১০ ইনিংস। ক্যারিয়ারের প্রথম ৫ ইনিংসে চল্লিশ পর্যন্তও যেতে না পারা উইকস পরের টানা ৫ ইনিংসেই করেছিলেন সেঞ্চুরি। এখনও যা টানা সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড।

হার্বার্ট সাটক্লিফ ও নিল হার্ভির লেগেছিল সমান ১২ ইনিংস। কামিন্দুর সমান ১৩ ইনিংস লেগেছিল ব্যাডম্যান ও জর্জ হেডলির। এশিয়ান ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দ্রুততম অবশ্য কামিন্দুই। তিনি পেছনে ফেলেছেন পাকিস্তানের হয়ে ২২ ইনিংসে ৫ সেঞ্চুরি করা ফাওয়াদ আলমকে। কামিন্দুর চেয়ে কম ইনিংসে এক হাজার রান করতে পেরেছেন কেবল দুজন- উইকস ও সাটক্লিফ। দুজনেরই লেগেছিল সমান ১২ ইনিংস।

ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের জোয়ার বইয়ে এই গলেই তার টেস্ট অভিষেক হয় ২০২২ সালে, একমাত্র ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ছয়ে নেমে খেলেন ৬১ রানের ইনিংস। তবে পরের টেস্ট ম্যাচটি খেলতে তাকে অপেক্ষা করতে হয় প্রায় দুই বছর। ফেরার ম্যাচে গত মার্চে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিলেটে সেঞ্চুরি করেন দুই ইনিংসেই। সপ্তম শ্রীলঙ্কান ব্যাটসম্যান হিসেবে গড়েন এই কীর্তি। দ্বিতীয় ইনিংসে তার ১৬৪ রান আটে নেমে টেস্ট ইতিহাসে চতুর্থ সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। পরের টেস্টে করেন অপরাজিত ৯২। সেই ফর্ম তিনি টেনে নেন ইংল্যান্ড সফরেও। সেখানে প্রথম টেস্টে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে করেন সেঞ্চুরি, লর্ডস ও ওভালে ফিফটি। ওই দুই সিরিজে ৯ ইনিংসের সাতটিতেই তিনি নামেন সাত নম্বরে, দুবার আটে।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে তাকে তুলে আনা হয় পাঁচে। গলেই প্রথম ম্যাচে করেন সেঞ্চুরি। একই মাঠে এবার দ্বিতীয় ম্যাচে খেললেন দেড়শ ছাড়ানো ইনিংস। ৯১.২৭ গড়ে ২৫ বছর বয়সী কামিন্দুর রান এখন এক হাজার ৪। স্ট্রাইক রেট ৬৫.০২। ১৩ ইনিংসের ৯টিতেই ছুঁয়েছেন পঞ্চাশ। স্বপ্নময় পথচলা বুঝি একেই বলে!

# টেস্ট, বিয়ে, অতঃপর টেস্ট

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** জাতীয় দলে ডাক পেলে কে না খুশি হয়। কিন্তু দেশের জার্সি গায়ে তোলাটা অনেক সময় খুশি কারণ না হয়ে, ঝঞ্ঝাট হয়েও দেখা দিতে পারে। ওলি স্টোনের দিকে ব্যাপারটা আর অসম্ভব মনে হবে না। কারণটা এবার খোলাসা করা যাক। দিন তারিখ পাকা করে ফেলেছেন বিয়ে করবেন বলে। তার জন্য চলছিল সব রকমের প্রস্তুতি। কিন্তু ঠিক তখনই ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে জায়গা পেয়ে যান ওলি স্টোন। তা আবার যেতে হবে পাঁচ হাজার মাইল দূরে পাকিস্তান সফরে। তবে তার বিয়েটা হবে ইংল্যান্ড। দুটো একসঙ্গে হওয়ায় মহা ঝামেলায় পড়ে গেছেন এ ইংলিশ ক্রিকেটার। কোনোটাই বাদ দিতে চান না। নেই পেছানোর সুযোগও।

এ কারণে বড় এক 'চ্যালেঞ্জ'ই নিয়ে ফেলেছেন ওলি স্টোন। ইংল্যান্ডের এ পেসার পাকিস্তান সফরেও খেলবেন। আবার বিয়েও করবেন। একটি টেস্ট খেলা শেষে দেশের উদ্দেশে উড়াল দেবেন। পূর্ব সূচিতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে ফের পাকিস্তানে ফিরবেন।

৩০ বছর বয়সি স্টোন খেলা ও বিয়ে দুটোই করতে যাচ্ছেন অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। বাগদত্তা জেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবেন ১২ অক্টোবর। ইস্ট অব ইংল্যান্ডের নরফোকে বিয়ের সব প্রস্তুতিই নেওয়া প্রায় শেষ। এই ব্যস্ততার মাঝে স্টোন যাবেন পাকিস্তানে। সফরে স্বাগতিকদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। মুলতানে সিরিজের প্রথম টেস্ট মাঠে গড়াবে ৭ অক্টোবর। ম্যাচটি শেষ হবে ১১ অক্টোবর। মাঠের লড়াই শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরই পাঁচ হাজার মাইল দূরে ইংল্যান্ডে বিয়ে পিঁড়িতে বসবেন স্টোন। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করে টেস্ট খেলতে পাকিস্তানে যাবেন তিনি।

বিবিসি স্পোর্টসকে উভয়কূল রক্ষার প্রচেষ্টার ফলে মুখোমুখি পরিস্থিতিকে স্টোন দেখছেন, 'কিছুটা পাগলাটে। তবে দারুণ সমস্যাও' হিসেবে। স্টোন তার দীর্ঘদিনের প্রেমিকা জেসকে বিয়ের প্রস্তাব দেন ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে। তখন ইংল্যান্ড দল নিয়ে তার কোনো ভাবনা ছিল না। তখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়ে তিনটি টেস্ট খেলেছেন, যার সর্বশেষটি ২০২১ সালে।

মুলতানে স্টোনকে খেলতেই হবে এমন নয়। পাকিস্তান সফরের ইংল্যান্ড দলে পেসার রয়েছেন ছয়জন। তাদের মধ্যে ক্রিস ওকসও আছেন, যিনি স্টোনের বিয়েতে অন্যতম অতিথি। স্টোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মুলতান টেস্টের একাদশে না থাকলেও পঞ্চম দিন পর্যন্ত দলের সঙ্গে থাকবেন, 'ম্যাচ যদি পঞ্চম দিনের শেষ বল পর্যন্তও যায়, আমি দলের সঙ্গে থাকব। আমি নিশ্চিত, পরের দিন কিছুটা ব্যথা থাকবে, তবে সেটাও ভালোই। যখন ওকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তখন থেকে এ রকম কিছুরই অপেক্ষা করছি আমি।'

# আম্পায়ারিং ছাড়ছেন আলিম দার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পাকিস্তানের অভিজ্ঞ আম্পায়ার আলিম দার দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছরের ক্রিকেট ক্যারিয়ারে ইতি টানার ঘোষণা দিয়েছেন। পাকিস্তানে চলমান ঘরোয়া টুর্নামেন্টের মৌসুম শেষেই তিনি সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবেন। এর আগে ৫৬ বছর বয়সী এই পাক আম্পায়ারকে ২০২৩ সালের মার্চে আন্তর্জাতিক প্যানেল থেকে সরিয়ে নেয় আইসিসি, যদিও এরপর ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ ছিল তার।

সর্বশেষ এপ্রিলেও পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ডের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেছিলেন আলিম দার। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে ওই মাসেই নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাকিস্তান ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ খেলবে। এরপর মে মাসে রয়েছে পিএসএল আসর। এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট দিয়ে জাকজমকপূর্ণ বিদায় পেতে পারেন আলিম দার।

অবসরের ঘোষণা দিয়ে এক বিবৃতিতে অভিজ্ঞ এই ক্রিকেট ম্যাচ পরিচালক জানান, 'প্রায় ২৫ বছর আম্পায়ারিং ছিল আমার জীবনের অংশ। প্রজন্মের সেরা ক্রিকেটারদের কিছু দুর্দান্ত ম্যাচ পরিচালনার আকাঙ্ক্ষা আমার সবসময়ই ছিল। পুরো ক্যারিয়ারে আমি ম্যাচ পরিচালনায় পুরো পেশাদারিত্ব ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি এবং বিশ্বের সবচেয়ে সেরা কিছু ম্যাচ অফিসিয়ালের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি।'

এর আগে সাম্প্রতিক সময়ে অন-ফিল্ড আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন শেষে নিজের নামে 'আলিম দার ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। যার মাধ্যমে রক্তদাতা প্রতিষ্ঠান ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সেবায় বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হবে। এ নিয়ে দার বলেন, 'সব সেরা সময়ের শেষ সীমা রয়েছে। আমিও সেই সময়ে পৌঁছালে সামাজিক ও দাতব্য কাজে মনোযোগী হতে চাই। আমার হাসপাতাল প্রজেক্ট এবং অন্যান্য প্রচেষ্টা পূরণের কাছাকাছি রয়েছে, যার জন্য হৃদয় দিয়ে প্রয়োজনীয় সব ত্যাগ করতে রাজি আছি।'

## বিশ্বকাপ বাছাই:

# চমক রেখে ব্রাজিলের দল ঘোষণা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সময়টা ভালো যাচ্ছে না পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের। আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে খুব একটা ছন্দে নেই তারা। টানা ব্যর্থতায় বিশ্বকাপের মূল পর্বে সেলেসাওদের অংশগ্রহন নিয়েও জেগেছে শঙ্কা। ক্লাবের হয়ে দুর্দান্ত খেললেও জাতীয় দলের হয়ে সেরাটা দিতে পারছেন না ভিনিসিয়াস-রদ্রিগোর মতো তারকা ফুটবলাররা। এমতাবস্থায় আগামী মাসে চিলি ও পেরুর মুখোমুখি হবে দরিভাল জুনিয়রের শিষ্যরা। সেই দুই ম্যাচকে সামনে রেখে ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেব্রাজিল।

২৭ সেপ্টেম্বর ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করা হয়। যেখানে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন লেফট ব্যাক ভিনিসিয়াস আবনার ও স্ট্রাইকার ইগোর জেসুস।

এবারের বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে এখন পর্যন্ত আট ম্যাচ খেলে চারটিতেই হেরেছে ব্রাজিল। মাত্র ৩ ম্যাচে জয় পেয়েছে। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে এতো বাজে শুরু আর কখনোই করেনি ব্রাজিল।

ব্রাজিলের ২৩ সদস্যের স্কোয়াড:

গোলরক্ষক: অ্যালিসন বেকার, বেনতো ও এডারসন।

রক্ষণভাগ: দানিলো, ভ্যান্ডারসন, আবনার, গিয়ের্মে আরানা, এডার মিলিতাও, গাব্রিয়েল মাগালিয়ায়েস, মারকুইনহোস, গ্লিসন ব্রেমার।

মিডফিল্ডার: আন্দ্রে, গেরসন, ব্রুনো গুইমারেস, লুকাস পাকেতা, রদ্রিগো

আক্রমণভাগ: এন্ড্রিক, ইগর জেসুস, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, লুইজ হেনরিক, রাফিনহা, সাবিনহো, ভিনিসিয়াস জুনিয়র।

## অবসরের ঘোষণা দিয়ে

# কেকেআরের কোচিং প্যানেলে ব্রাভো

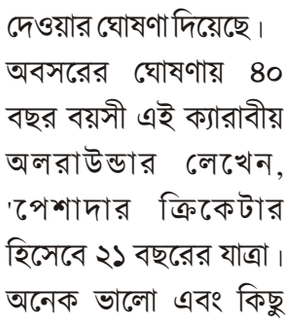

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডার ডোয়াইন ব্রাভো। শুক্রবার টুইট বার্তায় অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। পরেই আইপিএলের দল কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) তাকে দলটির মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

অবসরের ঘোষণায় ৪০ বছর বয়সী এই ক্যারাবীয় অলরাউন্ডার লেখেন, 'পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে ২১ বছরের যাত্রা। অনেক ভালো এবং কিছু খারাপ স্মৃতিতে ভরা এই পথ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমি স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম এবং শতভাগ দিয়েছি। মন বলছিল, আরও কিছুদিন খেলে যাই। কিন্তু শরীর সাড়া দিচ্ছে না।'

ব্রাভো ক্রিকেট এবং কোচিং একসঙ্গে চালিয়ে নিচ্ছিলেন। ২০২১ সালে তিনি আন্তর্জাতিক টি-২০ থেকে বিদায় নেন। কিন্তু লিগে খেলে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে সর্বশেষ আইপিএলে তিনি চেন্নাইয়ের কোচিং প্যানেলের সঙ্গে কাজ করেছেন। টি-২০ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বোলিং কোচ পরামর্শক হিসেবে যোগ দেন।

গৌতম গম্ভীরের জায়গায় ব্রাভোকে মেন্টর নিয়োগ দিয়ে কেকেআর বলেছে, ডিজে ব্রাভো কেকেআরে যোগ দিচ্ছেন। তিনি অনেক অভিজ্ঞ এবং ক্রিকেট নিয়ে তার গভীর জানা-বোঝা রয়েছে। এটা দলের উপকারে আসবে। ব্রাভো সিপিএল, এমএসএল ও ইন্টারন্যাশনাল টি-২০ লিগে কাজ করবেন।

ক্যারিবিয়ানদের হয়ে ৪০ টেস্ট, ১৬৪ ওয়ানডে ও ৯১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন দুইবার বিশ্বকাপজয়ী এই অলরাউন্ডার।টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৫০০ উইকেট ও ৫ হাজার রানের অনন্য মালিক ব্রাভো।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR